ঢাবিতে ডিন কার্যালয় ঘেরাও

# আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

ফের বিক্ষোভ আজ

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। হামলায় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কর্মী আসিফ মাহমুদের চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার জন্য দায়ী করে ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন আন্দোলনকারীরা। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন কার্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা গতকাল দিনব্যাপী আন্দোলনের পর আজ দুপুরে ফের বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছেন। তবে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, ‘শিক্ষাবিরোধী কর্মসূচি’ দেয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্রলীগের ৩৪ জন সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীকে একটি সান্ধ্যকালীন কোর্সে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে তার কার্যালয় ঘেরাও করেছিলেন একদল শিক্ষার্থী। তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের একটি সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান ৩৪ নেতা-কর্মীকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তির সুযোগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান ও অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের পদত্যাগ, সেই ৩৪ জনের ছাত্রত্ব বাতিলসহ তাদের মধ্যে ডাকসু ও হল সংসদে নির্বাচিত আট নেতার পদত্যাগ এবং রোকেয়া হলে নিয়োগ-বাণিজ্যের ঘটনায় জড়িত হল প্রাধ্যক্ষ জিনাত হুদা ও হল সংসদের ভিপি ইসরাত জাহান, জিএস সায়মা প্রমির পদত্যাগ দাবিতে ছিল শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচি।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’ ব্যানারে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টিএসসি থেকে মিছিল নিয়ে ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের কার্যালয় ঘেরাও করেন ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন,

সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও স্বতন্ত্র জোটের নেতাকর্মীরা। একই সময় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী সব নিয়ম বহাল রাখার দাবিতে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ’ এর ব্যানারে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন বরাবর স্মারকলিপি দিতে যায় ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস ও সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেনের (ডাকসুর এজিএস) অনুসারী একদল নেতাকর্মী। এ সময় ডিন কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি অবস্থান নেয় ছাত্রলীগ ও আন্দোলনকারীরা। উভয় পক্ষ দাবির পক্ষে সেø◌াগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের মারধর শুরু করলে আন্দোলনকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এ সময় বিশ^বিদ্যালয়ের কয়েকজন সহকারী প্রক্টর ও প্রক্টরিয়াল টিম সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিবৃত করতে দেখা যায় নি। সনজিত ও সাদ্দামের অনুসারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ পদপ্রত্যাশীদের নেতৃত্বে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়। আসিফ মাহমুদ ছাড়াও হামলার শিকার হন রোকেয়া হলের ছাত্রী শ্রবণা শফিক দীপ্তি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা, ঢাবি শিক্ষার্থী চয়ন বড়ুয়া, আতিক চৌধুরী প্রমুখ। এদিকে, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা চার দাবিতে ব্যবসায় অনুষদের ডিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

করেছে। মুহসীন হল সংসদের ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে নির্বাচিত জিএস মেহেদী হাসান মিজানের নেতৃত্বে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তার নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলায় পেছনে থেকে নেতৃত্ব দেয়াদের মধ্যে রয়েছেন সাদ্দাম হোসেনের অনুসারী বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ পদপ্রত্যাশী ও হল সংসদের এজিএস আবু ইউনুস, কবি জসীম উদ্দীন হল শাখা ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী ইমাম উল হাসান (হল শাখা ছাত্রলীগের ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক), হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ পদপ্রত্যাশী ও হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মেহেদী হাসান এবং সনজিত চন্দ্র দাসের অনুসারী শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের শীর্ষ পদপ্রত্যাশী মাহফুজুর রহমান। হামলায় সরাসরি অংশ নেন তাদের অধীনে হলে থাকা প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা। মাস্টারদা সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রলীগ কমিটির সদস্য সাব্বির হোসাইন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক সাকিবুর রহমান সায়েম, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মী আল ইমরান, বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রলীগের কর্মী রিদওয়ান দিপু, জিয়া হ?ল ছাত্রলীগের কর্মী সাফওয়ান, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংসদের অভ্যন্তরীণ ক্রিড়া সম্পাদক সোহেল রহমান শাস্ত্রী, একই হলের

শাকিল হোসাইন, এফ রহমান হল ছাত্রলীগের কর্মী আশিক অমি, মুহসীন হল ছাত্রলীগের কর্মী আবদুল্লাহ সাউমেয়্যী পান্থ, এস এম হলের মোশাব্বির মারুফ, বিজয় একাত্তর হল মাজেদুর রহমান, জিয়া হলের সাফওয়ান চৌধুরী, নুরুদ্দিন আহমেদসহ অনেকেই এ হামলায় অংশ নেন।

কয়েক দফা মারধর ও ধাক্কাধাক্কির পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে প্রক্টর কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। তাদের অভিযোগ, হামলার সময় ছাত্রলীগকে সহযোগিতা করতে নিরব ভূমিকায় ছিল প্রক্টরিয়াল বডি। পরে সেখানে যান ডাকসু ভিপি নুরুল হকও। কিন্তু প্রক্টর তার কার্যালয়ে ছিলেন না। প্রক্টরকে না পেয়ে ফের মিছিল নিয়ে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করেন তারা।

এ সময় নুরুল হক নুর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর ধরে অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলন দমন করতে তারা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করছে। এরকম ঘটনা অনেক ঘটলেও কোন বিচার হয় না। আমি শিক্ষার্থীদের ওপর এই হামলার বিচার দাবি করছি। প্রয়োজনে রাজপথে থেকে এই হামলার বিচারের দাবিতে আন্দোলন করব।

এরপর ডিনের কার্যালয়ে তার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন ডাকসু ভিপি নুরুল হকসহ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদল। আলোচনা শেষে বেরিয়ে প্রতিনিধিদলের অন্যতম

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রাগীব নাঈম সাংবাদিকদের বলেন, শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বলেছেন যে আমাদের ওপর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হামলার বিষয়ে তিনি জানেন না।

একপর্যায়ে তিনি বলেন, আমরা তার ছাত্র নই। তাহলে আমরাও বলছি, উনিও আমাদের শিক্ষক নন। তাকে আমরা ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি।

ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস বলেন, তাদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। ছাত্রলীগের কেউ মারধরে অংশ নেয় নি।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক একেএম গোলাম রব্বানী বলেন, প্রক্টরিয়াল বডির পক্ষ থেকে দুই পক্ষকেই সংযত থাকতে বলা হয়েছে। মূলত সীমালঙঘনের প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে।